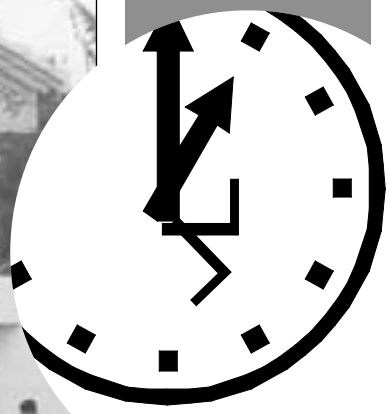

এফডিসি'র গেটের সামনে খিস্তি খেউড়

'সব শালাগোর একই ধান্দা, কাম জোগাইয়া দিমু, কিন্তু আগে ৩ তলায় ঐ কোণার রুমে আও'

লিখেছেন: **আসাদুর রহমান ও ফরিদ আহমেদ**

ছবি: **আনোয়ার মজুমদার**

সকাল ৭.০০ : এফডিসির সামনের সড়ক। কাওরান বাজার থেকে মাছ বোঝাই রিকশা, ভ্যান গাড়ি ছুটছে নগরীর বিভিন্ন বাজারে। বাস যাচ্ছে, বেবিট্যাক্সি যাচ্ছে আসছে। এফডিসির সামনেও দু'একজন অতি উৎসাহী কিশোর-তরুণের হাঁটি-হাঁটি পা-পা আনাগোনা। এফডিসির গেট খুলে দেয়া হয়েছে।

৭.১৫ : গেটের সামনে গোটা সাত-আটেক কিশোর তরুণ। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। 'নায়ক-নায়িকারা এতো সকালে উঠেও না আহেও না।' একজন বেশ গম্ভীরভাবে বলতে লাগলো, আইজ যারা ঢাকার বাইরে যাইবো শুধু তারাই আইবো, বাসে কইরা শুটিং করতে যাইবো।'

৭.৩০ : ভিড় বেড়েছে। আশপাশের দোকানের ঝাঁপিগুলো খুলে গেছে অনেক আগেই। গাড়ি মেরামতের কারখানাগুলোতে টুং টাং শব্দের প্রতিযোগিতা চলছে। গেটের পূর্ব পাশে এসে থামলো এক রিকশা। ২২-২৩ বছর বয়সী এক তরুণী। বেশভূষায় মনে হয় ফিল্মে এক্সট্রার কাজ করে তার সংসার চলে। উৎকট-রঙা লিপস্টিক অযত্নে ঠোঁটে লাগানো। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে চললো পাশের হোটেলটির দিকে। হোটেলের সামনে তেহারির পাতিল। হোটেল বয় মেয়েটিকে দেখে দু'বার পাতিলের ঢাকনি তুলে ছেড়ে দিয়ে বলে উঠলো 'ওস্তাদ আয়া পড়ছে রঙের বাহার'।

৮.০০ : একজন দু'জন করে এফডিসির কর্মচারী ধীর পায়ে ঢুকছেন। পাল্লা দিয়ে

ময়ূরী যখন এফডিসির ভিতরে ঢুকছিলেন তখন গেটে দাঁড়ানো একজন আরেকজনকে ইঙ্গিত করে বলে 'দেখ দেখ কত বড়...'

গেটের দু'পাশেই ছেয়ে গেছে উৎসাহীদের সংখ্যা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হলো। একে একে সরে যাচ্ছে উৎসাহীরা। হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কোনো এক অ্যাসিসট্যান্ট ড্যান্স ডিরেক্টরের নাস্তা নিতে এসে এক কিশোর গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছে হোটেল বয়ের সঙ্গে। দুই টাকার ভাজি এতো কম হলো কেন এটাই গোলমালের সূত্রপাত। হোটেল বয় বললো, 'তোরে কি দুই টাকায় আমার লুঙ্গি উচায়া দিমু?'

এরাই নতুন সব টিজিংয়ের সৃষ্টিকর্তা

৯.০০ : গেটের দু'ধারে ২০-২৫ জনের ভিড়। বৃষ্টি অনেক খানি কমে এসেছে। এদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখে সংঘবদ্ধ মনে হল। চার-পাঁচজন মিলে হঠাৎ করে একজনকে ধাক্কা দিল। বৃষ্টিতে পানি জমে গেছে গেটের সামনে। সে পড়লো গিয়ে পানির ওপর। চারধারে হাসির রোল। একজন বলে উঠলো 'হালায় বানডি, ভুয়া'।

৯.১৫ : গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। সংঘবদ্ধরা আমাকে ঘিরে আছে। টের পেয়েছি কিন্তু না বোঝার ভান করে থাকলাম। পেছনের পকেটে একবার টোকা পড়ল। দ্বিতীয়বার টোকা পড়তে নড়েচড়ে দাঁড়ালাম। আশপাশের সংঘবদ্ধরাও নড়ে দাঁড়ালো। বেশ খানিকটা বিরতি দিয়ে আবার টোকা পড়ল। এবার আর না দাঁড়িয়ে না বোঝার ভান করে সরে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পরে তারা আরেক আদম মস্তানকে ঘিরে ধরেছে। প্রায় দৌড়েই পালিয়ে বাঁচলো।

ওদিকে একে একে শিল্পীরা আসছে। কেউ বেবিট্যাক্সি আবার কেউ গাড়িতে। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের গাড়িও রয়েছে। গেটের গার্ডরাও কিছুক্ষণ পর পর বাঁশি বাজিয়ে গেটের আশপাশ থেকে ভিড় কমাচ্ছে। গার্ড দেখলেই ছোট খাট হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

৯.৩০ : সংঘবদ্ধদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা কিশোরটি পাশে দাঁড়িয়ে বলছে 'আপনেরে ঘিরা ধরছিল। পকেটে হাতও দিছিলো।' জিজ্ঞেস করলাম নাম পরিচয়। ১৪-১৫ বছর বয়সী কিশোরটি জানালো তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার দেবিদ্বার থানায়। পিতা-মাতাসহ নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের সামনে থাকে। দু'দিন যাবৎ এখানে আসছে। গতকাল তার পকেট হাতড়ে ৫০ টাকার মতো নিয়ে গেছে সংঘবদ্ধ কিশোর দল জানালো কেশব চন্দ্র দাস। 'কাইল বহু কষ্টে বাসায় গেছি আইজ আবার পিছে লাগছে' বলল কেশব। তার গলায় স্বর্ণালী চেইন। কথা বলার ফাঁকে গেঞ্জির ভিতর থেকে টেনে বের করে ছড়িয়ে দিল। কথা বলার সময় দেখতাম আমাদের চারপাশে উৎসাহীরা কথা শুনছে।

১০.০০: দু'জন মাঝ বয়সী মহিলা এক্সট্রা গেট দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছিল অনেকক্ষণ থেকেই । প্রধান গেট পেরিয়ে তারা আটকে আছে গার্ডদের ছাউনির সামনে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় উত্তেজিত হয়ে উঠলো জসিম, জসিম এফডিসির একজন গার্ড। বাড়ি বরিশাল। ১৩ বছর যাবৎ এফডিসির গার্ড সে। এক্সট্রাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো জসিম, 'ঐ তোরা দূরে যা! কথা কম। এইহানে কি করো?' জসিমের দিকে তাকিয়ে একজন দুই হাতের ৩ আঙ্গুল দিয়ে অশ্লীল একটা ইঙ্গিত করল।

টিজ-মুক্ত এডিটিং সদস্যরা

১০.১৫ : আরো ১০-১৫ জন ১৭-২৫ বছর বয়সী তরুণী এক্সট্রা ভেতরে ঢোকার জন্য গার্ড রুমে কর্তব্যরত গার্ড অমলকে অনুনয় করছে। কিন্তু ঢোকার অনুমতি মিলছে না। এদের কয়েকজন বলছে 'আমগো কিল্লেইগা ঢুকতে দিবেন না? আমরা তো 'সোনার শিকলে' (ছবির নাম) কাম করতে

নায়ক হলেও আপত্তিকর মন্তব্য থেকে রক্ষা নেই

যামু। আমাগো আইতে কইছে। 'এমন সময় আরেক গার্ড এসে এক এক্সট্রার পেটে হাত দিল। কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল ওর নাম পাখি। পাখির পেটে যখন ঐ গার্ড হাত বোলাচ্ছিল খুব ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে দূরে টুলে বসা জসিম চিৎকার করে বলে উঠলো 'কিরে মাপ দিয়া রাখস নাকি?'

১১.০০ : পাখিসহ এক্সট্রা পাঁচজনের ঢোকার অনুমতি মিলেছে। গেটের বাইরে তখন বেশ ভিড়। দু'পাশে কমপক্ষে ৫০-৬০ জন। তাদেরই একজন সুমন। বয়স ১৮-১৯। রাজেন্দ্রপুর থেকে এসেছে প্রিয় নায়ক-নায়িকাদের কাছ থেকে দেখবে বলে। 'ভাই আপনেরা তো ঢুকতাছেন বাইর হইতাছেন। আমারে একটু কাছে টাইনা ঢুকায়া দেন না। 'ওর পাশে যে দাঁড়িয়েছিল হঠাৎ সে হেসে দিয়ে বলল, 'তোরে দারোয়ানরা ডান্ডা দিয়া ঢুকাইবে। ' নাম জিজ্ঞেস করলাম। বলল রিপন। থাকে মুগদাপাড়া ঝিলপাড়। গ্রামের বাড়ি গৌরনদী, বরিশাল। সে গার্মেন্টসে চাকরি করে। নিতান্ত শরীর খারাপ বলে যায়নি আজ। 'শরীর খারাপ' তাই ডিউটিতে যাননি। তো এখানে এসেছেন কেন?' 'ঘুরতে আইছি'। এমন সময় নায়িকা ময়ূরী গাড়ি নিয়ে গেটের সামনে এলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'দিক থেকে উৎসাহীর দল। গার্ডদের বাঁশি আর বেতের বাড়ি উপেক্ষা করে ময়ূরীকে এক নজর দেখতে আপত্তি নেই। দু'একটা সিটি বেজে উঠলো। একজন মন্তব্য করে বসলো 'দেখছস কত বড়রে'। ময়ূরী ভেতরে চলে গেলে জিজ্ঞেস করলাম রিপনকে 'কে গেলেন'? আপনে চিনেন না? এটা ময়ূরী এখন মোটামুটি হিট।'

প্রচন্ড লাঠিপেটা শুরু হল। বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা হয়ে গেল ময়দান। তবে শাকিবের জন্য।

১২.০০ : মাঝবয়সী দু'টি মেয়ে নিরাপত্তা কর্মকর্তা অমলের কাছে এসে দাঁড়ালো। তারা অমলকে অনুরোধ করতে লাগলো ভেতরে ঢোকার জন্য। সিদ্দিক সাহেবের অতিথির পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও অমল তাদের ছাড়তে নারাজ। বাধ্য হয়েই তারা অভ্যর্থনা কক্ষে এসে দাঁড়ালো। অভ্যর্থনা কক্ষের ৪টি চেয়ারের তিনটিই আমাদের দখলে। আমরা তাদের জন্যে দুটি চেয়ার ছেড়ে দিয়ে তাদের বসতে বললাম। কিন্তু তারা বসলো না, দাঁড়িয়ে রইল। কক্ষটিতে অন্য এক গার্ড ঢুকে মেয়ে দু'টির কাছে জানতে চাইলো তারা কার কাছে এসেছে। মেয়ে দু'টি এবার অন্য এক লোকের নাম বললো। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝামেলা বেঁধে গেল। গার্ডরা বললো, দুই লোকের নাম বলায় তারা মেয়ে দু'টিকে ভেতরে যেতে দেবে না। অন্যদিকে মেয়ে দুটিও গোঁ ধরলো তারা আজ ভেতরে যাবেই।

১.০০ : মেয়ে দুটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ফটোগ্রাফারের সাথে মেয়ে দুটির কথা হলো। মেয়ে দুটোর নাম বৃষ্টি ও সুমি। বৃষ্টি বললো, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কিন্তু সে তার বিভাগের কোনো বর্ণনা দিতে পারলো না। বললো সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে না। জানালো, সে বিমানে চাকরি পেয়েছে। সেখানে অনেক টাকা আর বিদেশে ঘোরার সুযোগ আছে। সুমী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মুচকি হাসছে কিন্তু কোনো কথা বলছে না। বৃষ্টি আমাদের উদ্দেশে বলল, ভাই টাকাটাই আসল, তাকে কোন পথে আসুক সেটা কোনো বিষয় না।

১.৩০ : আমাদের আলোচনা শুনে গার্ড জসিম অভ্যর্থনা রুমে ঢুকল। সে কিন্তু মেজাজে আমাদের উদ্দেশ্যে বলল, মেয়ে মানুষের সঙ্গে অত কথা কি আপনাদের। 'আপনারা যে কাজে আইছেন হেই কাজ করেন। বৃষ্টি আর সুমিকে উদ্দেশ্য করে জসিম আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, এইডা এমন জায়গা যেহানের নাম শুনলে ঘরের বউরা পা বাড়াইতে সাহস পায় না, আর হেইহানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ঘোরাঘুরি করে। মিথ্যা কথার আর জায়গা পায় না।'

২.০০ : এফডিসি'র প্রথম শিফটের কাজ ৫টায় শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু ৫টি মেয়ে

এফডিসি গেটে টিজ থেকে কেউ মুক্ত নন

তাদের শিফটের কাজ আগে শেষ করে ফেলায় বাড়ি চলে যাচ্ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা ছবির এক্সট্রা হিসেবে কাজ করে। এদের একজন গার্ড জসিমের কাছে ৫০০ টাকার ভাংতি চাইলো। এই টাকা হয়তো তাদের দেয়া হয়েছে এক শিফটের কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে। দারোয়ান জসিম ভাংতি দিতে না পারায় মেয়েটি রাগের ভাব করলো। গলা খাকিয়ে জসিমের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'টান দিয়া ... ছিঁড়া ফালামু'। আমাদের সামনে ঘটনাটি ঘটায় জসিম ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না। খানিকটা হতবাক হয়ে সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। এক সাথে হেসে উঠে মেয়েগুলো গেটের দিকে এগিয়ে চললো।

৩.০০ : মেয়েগুলোর সাথে আমরাও বের হয়ে এসেছি। গেট থেকে বের হয়ে মেয়েগুলো ঢুকে পড়লো গেটের বাঁ পাশের হোটেলটিতে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারায় তারা বেশ খুশি। হোটেলে বসে হাসতে হাসতে একজন অন্যজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। হোটেলে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর মেয়েগুলো দুপুরের খাবারের অর্ডার দিল। হোটেল কর্মচারীদের চোখ-মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তারা মেয়েগুলোর ওপর ভীষণ বিরক্ত। আমরা পাশের টেবিলে বসলাম। দলে আমরা তিনজন। মেয়েগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসিতে তাচ্ছিল্য ছুঁড়ে দিল। আমরা তিনজন আলাদা করতে লাগলাম। মেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে আলাদা শুরু করেছে। একজন বললো, 'সব শালাগোর একই ধান্দা, কাম জোগাইয়া দিমু, কিন্তু আগে ৩ তলায় ঐ কোণার রুমে আও।'

৪.০০ : গেটের বাইরে ভিড় এখনও সকালের মত জমে ওঠেনি। জন্যে এখনও ভিড় বাড়েনি দারোয়ান। জানালো অন্যদিন ২য় শিফট শুরু হবার আগে দিয়ে গেটের কাছে প্রচুর মানুষ জমে যায়।

৪.৩০ : গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনদের অধিকাংশই তরুণ বয়সী। অধিকাংশের গায়ে অলঙ্কারের আধিক্য। গলায়, হাতে, কানে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে। অনেকে আবার পরিপাটি পোশাক পরে এসেছে। দু-চারজন পকেট থেকে চিরুণি বের করে কিছুক্ষণ পরপর চুল আঁচড়ে নিচ্ছে।

৫.০০ : গেটের ভেতর। পুলিশ নজরুল কথা বলতে এগিয়ে এলো। সে জানালো, সারাদিন যেসব মেয়েরা এখানে আনাগোনা করে এদের অধিকাংশই খারাপ পেশায় নিয়েজিত। যেদিন কোনো কাজ না পায় সেদিন বিভিন্ন লোকের সাথে ভাড়া যায়।

টিজিং গায়ে সয়ে তবে পরিচালক

৫.৩০ : পঁয়ত্রিশোর্ধ্ব এক মহিলা বের হয়ে যাচ্ছেন। নজরুল মহিলার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'কিছু নাই সব বুড়িগঙ্গা নদী'।

৬.১৫ : দাঁড়িয়ে আছি ২ নম্বর ফ্লোরের সামনে। 'লোহার শিকল' ছবির কাজ চলছে। ফ্লোরের বাইরে বেশ কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রডাকশনে এক্সট্রা হিসেবে কাজ করে এমন দুটি মেয়ে আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একই প্রডাকশনের একজন তরুণ ছেলেও রয়েছে তাদের সাথে। হঠাৎ ছেলেটির উদ্দেশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একটি ছেলে বলে উঠলো 'দুই মাইয়া লইয়া তুই একলা কই যাস। পারবি তো। মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে গিয়ে পেছনে ফিরে বলে উঠলো, 'ঐ শুয়রের বাচ্চা বেশি ইচ্ছা থাকলে তুইও আয়, মজা বুঝাইয়া ছাইড়া দিমু।'

৭.৩০ : 'লোহার শিকলে'র ছবির নায়ক আমিন খান। তিনি এক নম্বর ফ্লোরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি একটি 'শটে' অংশ নেবেন। কথা হলো তার সাথে–

এফডিসিতে এসে টিজ নিয়ে একটি ঘটনা বলুন।

: টিজ শুনতে হয় মূলত ঢোকার সময় গেটের কাছে। টিজ করে মূলত: নায়ক-নায়িকাদের দেখতে আসা বাইরে লোকজন। কিন্তু এখন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ৫০ ভাগ লোকই পকেটমার। তাই গেটের কাছে টিজ কমে গেছে। তবে কিছুদিন আগে ফাইটিং-এর একটি দৃশ্যের শুটিং করছিলাম। তখন শুটিং দেখতে আসা লোকদের মধ্যে একজন বলে উঠলো 'এই ফাইটিং এইডাতো আমরাও পারি'।

৮.০০ : এফডিসি'তে ভিড় এখন নেই বললেই চলে। এক্সট্রাদের আনাগোনাও এখন অনেক কমে গেছে। দু-একটি ফ্লোরে শুটিং-এর কাজ চললেও তা নাটক ও বিজ্ঞাপনের। চারদিকে অন্ধকার। কয়েকটি ফ্লোর ছাড়া অধিকাংশ ফ্লোরে কোনো বাতি জ্বলছে না'।

৮.৩০ : জসিম ফ্লোরে ফেয়ার এন্ড লাভলির বিজ্ঞাপনের শুটিং চলছে। জিন্স প্যান্ট আর টি-শার্ট পরা এক মডেল বাইরে বেরিয়ে এলো। মেয়েটি মোবাইলে কথা বলেছে আর হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটি সামনে চলে এলো। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানটায় অনেকখানি অন্ধকার। আমাদের পাশে দাঁড়ানো দুটি ছেলে। মেয়েটিকে দেখেই ছেলে দুটি নড়ে চড়ে দাঁড়ালো। একজন বলে উঠলো, 'মালডাতো ভাল'। সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন বললো 'তুমি কোন্ প্রডাকশনের প্লেয়ার'। মেয়েটি কোনো কথা না বলে জোর পায়ে জসিম ফ্লোরের দিকে এগিয়ে চললো।